লেন্স এশিয়া

২৬ জুলাই, ২০২৫

"আমি নিজ চোখেই মাকে আগুনে পুড়তে দেখেছি" মাইলস্টোনে আহত জাইরার হৃদয়বিদারক বর্ণনা

সংগৃহীত ছবি

ঢাকার দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুলে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মা লামিয়া আক্তার সোনিয়ার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় সোনিয়ার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মেয়ে আসমাউল হোসনা জাইরা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। তবে নিজের চোখের সামনে মাকে আগুনে পুড়ে যেতে দেখার ভয়ানক স্মৃতি তাকে আজীবন তাড়িয়ে বেড়াবে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করার পর ২৫ জুলাই সোনিয়ার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে সিআইডি। পরে সাভারের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ঘটনার দিন ২১ জুলাই সকালে লামিয়া আক্তার সোনিয়া দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল থেকে তার মেয়ে আসমাউল হোসনা জাইরাকে আনতে গিয়েছিলেন। মেয়ের ক্লাসশিট সংশোধনের জন্য এক শিক্ষকের কাছে পাঠানোর পরপরই ঘটে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। ওই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩৩ জন নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হন।

ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন সোনিয়া। মেয়ে জাইরা তখনই আশঙ্কাজনকভাবে বলেছিল, ‘আমার মাকে খুঁজে কোনো লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি, আমার মা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আমার চোখের সামনে।’ ঘটনার দু’দিন পরেও যখন স্বজনরা সোনিয়ার খোঁজ করছিলেন, তখন ছোট্ট জাইরা তার বাবাকে (আমিরুল ইসলাম জনি) বলে, ‘বাবা, তুমি মাকে খুঁজে লাভ নেই। আম্মু আগুনে জ্বলতেছে, আমি দেখেছি।’

LENS ASIA

সোনিয়ার নিখোঁজ হওয়ার পর তার বাবা বাবুল হোসেন সিআইডিতে ডিএনএ নমুনা দেন। পরে পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত হওয়া সোনিয়ার মরদেহ ২৫ জুলাই ঢাকা সিএমএইচ থেকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাবুল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার ধাক্কায় তার মেয়ের শরীর তিন-চার টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

রাতেই সোনিয়ার মরদেহ সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের বাগনি বাড়ি এলাকার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। সোনিয়ার এমন করুন মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।